সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০২
WEEKLY BOOKLET:302

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

সুগন্ধি

সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

- প্রিয় নবী'র পছন্দনীয় সুগন্ধি সমূহ
- মাগরিবের পর আতর লাগানো কেমন?
- আতর লাগান কিন্তু কস্ট দিবেন না
- আপনাকে আত্তার কেন বলা হয়?

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া গবেষণা কেন্দ্র
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট

সুগন্ধি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি ১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত "আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه'র নিকট সুগন্ধি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার বাহ্যিক অবস্থার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও সুগন্ধিময় করে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ বর্জন কারীর অধঃপতন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا সাহরির সময় কিছু সেলাই করছিলেন হঠাৎ সুইটি হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল তখন বাতিও নিভে গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে আগমন করলেন, তাঁর নূরানী চেহারার আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেল, এমনকি হারানো সুইটিও খুঁজে পেল। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বললেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার চেহারা কতইনা উজ্জ্বল! তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন আমাকে দেখতে পাবে না। তিনি বললেন: কে সে যে আপনাকে দেখতে পাবে না? তিনি বললেনঃ সে হলো কৃপণ ব্যক্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কৃপণ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: اَلَّذِیْ لَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اِذْ سَمِعَ بِاِسْمِیْ "যে আমার নাম শুনা সত্ত্বেও আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে না।" (আল-কাওলুল বাদী', ৩০২ পৃষ্ঠা)

সুযানে গুমশুদা মিলতিহে তাবাসসুম সে তেরে,
শাম কো সুবহ বানাতা হে উজালা তেরা।

(যৌকে নাত, ১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র পছন্দনীয় সুগন্ধি কি ছিল?

উত্তর: কস্তুরীর কথা উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটি ব্যবহার করতেন। (ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামাইলির রাসুল, ৮৭ পৃষ্ঠা) বর্তমানে যদি কেউ এই সুগন্ধি ব্যবহার করতে চায় তবে নিখুঁত সুগন্ধিটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে কারণ এখন রাসায়নিকের মিশ্রণ খুব বেশি, তাই নিখুঁত কস্তুরি পাওয়া খুবই কঠিন। (মুফতি সাহেব যিনি আমীরে আহলে-সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ 'র পাশে বসা ছিলেন, তিনি বলেন) নূর নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন তার মধ্যে ঊদ, কস্তুরী এবং জাফরানের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (মুসলিম, ৯৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৮৪। ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামাইলির রাসুল, ৮৭ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ, ৪/১১৭, হাদীস: ৪২১০) এছাড়াও, প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র জীবনীতে এটাও পাওয়া যায় যে, তিনি কস্তুরী এবং ঊদ (আতরের) প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

(আস সীয়ারুল-হালবিয়্যাহ, ৩/৪৮০) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৩৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ এলকোহল (Alcohol) বিশিষ্ট পারফিউম (Perfume) ব্যবহার করা কেমন?

উত্তরঃ এলকোহল বিশিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, কতিপয় উলামায়ে কেরাম এটি নিষেধ করেছেন কারণ এটি অপবিত্র তাই ব্যবহার করা অনুচিত। তবে আমাদের দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সিদ্ধান্ত হলো, এলকোহল বিশিষ্ট পারফিউম পবিত্র, সেটি ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই আর সেটি ব্যবহার করে নামাজ পড়াতেও কোন সমস্যা নেই। (ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত অপ্রকাশিত ফতোওয়া, নাম্বার ১-৪৬৮৩) তবে যে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতানৈক্য দেখা দেয় সেটি থেকে বিরত থাকাই উত্তম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/২৫১) যদি কেউ এলকোহল বিশিষ্ট পারফিউম থেকে বেঁচে থাকে তবে ভালো তার ব্যাপারে সমালোচনা করা উচিত নয় কারণ এটি তাকওয়া।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২৯০/৪)

প্রশ্নঃ তরুণীরাও কি সুগন্ধি লাগাতে পারবে?

উত্তরঃ যে কিশোরী সাবালক হয়ে গিয়েছে তার জন্য উত্তম এটাই যে, সে চার দেয়ালের ভেতরে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পাবে কিন্তু সুগন্ধি ছড়াবে না।[১] আর যদি সুগন্ধি ছড়ায় কিন্তু পরপুরুষের নিকট না পৌঁছায় তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা তরুণী ঘরেও সুগন্ধি লাগায় তাহলে তাকে লক্ষ

১. (হাদীস শরীফে রয়েছে পুরুষদের সুগন্ধি হলো সেটা যাতে সুগন্ধি ছড়ায় কিন্তু রং নয় পক্ষান্তরে নারীদের সুগন্ধি সেটা যেটার রং প্রকাশ পাবে কিন্তু সুগন্ধি ছড়াবে না।

(আবু দাউদ ৪/৬৮, হাদিস ৪০৪৮)

www.dawateislami.net

রাখতে হবে তা যেন পর-পুরুষের নিকট না পৌঁছায়। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট বসা মুফতি সাহেব বলেন:) তদ্রুপ বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী কিশোরীদেরও সুগন্ধি লাগানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যেসব কিশোরী বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী নয়, কিন্তু তারা বেশ উঁচু লম্বা হয়ে গিয়েছে আর তারা সুগন্ধি লাগিয়ে বের হলে পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তখন তাদেরকে সুগন্ধি লাগিয়ে বাহিরে বের হওয়া উচিত নয়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নাত, ২/১৬)

প্রশ্ন: মাগরিবের পর আতর লাগানো কেমন? এছাড়া চার থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদেরকে সুগন্ধি লাগানো কেমন?

উত্তর: মাগরিবের পর সুগন্ধি লাগানো যাবে। দিনে বা রাতে এমন কোন সময় নেই যখন আতর লাগানো নিষেধ। চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশুরা বরং চার বা পাঁচ দিন বয়সী, এমনকি একদিনের শিশুকেও সুগন্ধি লাগানো যেতে পারে। এটি একেবারেই একটি নিছক ভুল চিন্তাধারা যে, সূর্যাস্তের পর সুগন্ধি লাগালে বা শিশুকে সুগন্ধি লাগালে জ্বীনে ধরবে বা ভর করবে এমন কোন কিছু নেই। এমনটা হলে তো জ্বীনেরা সবগুলো আতরের দোকান লুট করে নিত। আর এটাও জানা নেই যে, তারা সুগন্ধি পছন্দ করে কি না। তবে ফেরেশতারা সুগন্ধি পছন্দ করে। (হাশিয়াতুস সানাদী, ৭/৬১, হাদীসের অধীনে: ৩৯৩৯) (আমীরে-আহলে-সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট বসা মুফতি সাহেব বলেন:) খলিফায়ে মুফতি আজম হিন্দ (মাওলানা আহমদ মোখাদ্দাম রযভী নুরী সাহেব) বর্ণনা করেন যে, হযরত

www.dawateislami.net

মুফতি আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: খারাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের কারণে জিন ভর করে, সুগন্ধি ইত্যাদির কারণে ভর করে না। শিশু ও মহিলাদের সূর্যাস্তের পর কিছু সময়ের জন্য বাহিরে বের হওয়া থেকে বারণ[১] করার একটি কারণ এই যে, হয়তোবা তাদের সেসব দোয়া জানা নেই যা তাদেরকে এ ধরনের প্রাণী থেকে রক্ষা করে, নতুবা তাদের মধ্যে যথেষ্ট পবিত্রতা থাকে না, যার কারণে জ্বীন ইত্যাদির ভর করার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নত, ৪/২৮৯)

প্রশ্ন: কিছু ইসলামী ভাই নামাজের পূর্বে অন্যদেরকে আতর লাগানো শুরু করে, কখনো সেই সুগন্ধি স্বাস্থ্যসম্মত হয় আবার কখনো হয় না, কখনো কখনো সুগন্ধির মানও ভিন্ন হয়ে থাকে এ ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল দিন।

উত্তর: এই প্রথাটি মাশায়েখগণের দরবারে প্রচলিত, সেখানে লোকেরা একে অপরকে আতর লাগায়, বুঝাগেল যে, যদি সুগন্ধি স্বাস্থ্যসম্মত না হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে নিষেধ করে দিন। আমি সায়্যিদি

---

১. প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন রাত শুরু হয় অথবা সন্ধ্যা হয় তখন নিজেদের শিশুদেরকে আটকিয়ে নাও কারণ তখন শয়তান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের একাংশ অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন বাচ্চাদের ছেড়ে দাও এবং দরজা বন্ধ করে নাও এবং আল্লাহ পাকের নাম নাও, কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। **(বুখারি, ২/৩৯৯, হাদীস: ৩২৮০)** হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শয়তান বলতে দুষ্ট জ্বীন এবং দুষ্ট মানব উভয়কেই বুঝায়। আর সন্ধ্যার পরপরই শিশু অপহরণকারীরা বেশি সক্রিয় থাকে। তিনি আরও বলেন: জানাগেল শিশুদের উপর জ্বীন ও শয়তানের প্রভাব বেশি পড়ে, তাই শিশুদের বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৮৫)**

www.dawateislami.net

কুতুবে মদীনা মাওলানা জিয়াউদ্দিন আহমদ কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দরবারে দেখেছি যে, লোকেরা সেখানে সুগন্ধি লাগায়। সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ইন্তেকালের পর কুতুবে মদীনার উত্তরাধিকারী মাওলানা হাফিজ ফজলুর রহমান কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দরবারেও লোকদেরকে আতর লাগাতে দেখেছি, যা দ্বারা বুঝা যায় যে অধিকাংশ লোকেরাই আতর লাগায় এক্ষেত্রে যার সে আতর স্বাস্থ্যসম্মত না হয় অথবা লাগাতে অনিচ্ছুক সে যেন তার হাত গুটিয়ে নেয়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নত ২/৪৩২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ সৎ নিয়্যতে আল্লাহ পাকের কোন অলির মাজারে সুগন্ধি লাগানো কেমন?

উত্তরঃ আমি কোথাও মাজারে আতর লাগানোর বিধিবিধান পড়িনি এবং এ বিষয়ে আমি অবগতও নই, তবে এটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত। মাজারে আতর লাগানোর পরিবর্তে সেই আতরের মূল্য যেমন ১০০ টাকা মাজারে শায়িত অলির ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে বা কোনো গরীব অসহায় ব্যক্তিদের দিয়ে দেয়াটা উত্তম। এতে করে দরিদ্র ব্যক্তির অন্তরও খুশি হয়ে যাবে এবং মাজারে শায়িত অলির জন্য ইছালে সাওয়াবের ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকবে। নিজেই একটু ভাবুন চাদর বিছিয়ে সুগন্ধি ছড়ানো বেশি উপকারী হবে নাকি এভাবে ইছালে সাওয়াব করলে বেশি উপকার হবে। তবে মাজারে পুষ্পস্তবক ও চাদর বিছানো জায়িয। যাইহোক মাজার শরীফে বা এর উপর চাদরে সুগন্ধি লাগানো কেবল কিছু সময় পর্যন্ত সুগন্ধি এসে থাকে, তারপরও সেটা ভালভাবে বুঝা যায় না যে, সেখানে

www.dawateislami.net

আতর লাগানো হয়েছে কিনা, কারণ চাদরের উপরে ফুলের স্তূপ থাকে অন্য দিকে আগরবাতি প্রজ্জ্বলিত করা হয় যার কারণে আতরের সুগন্ধ সনাক্ত করা যায় না। অতঃপর প্রতিটি আতরের সুগন্ধি এমন মানসম্মত হওয়া যার সুবাস দীর্ঘক্ষণ যাবত থাকে এটাও আবশ্যক নয়। বরং মাজারে যে আতর দেয়া হয় তা তেমন মানসম্মত হয় না। যদি বিশেষ কোন সুগন্ধি হয়েও থাকে তাহলে মাজারের চাদরে ছিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই যে, সেটা দ্বারা কি সম্মাননা বুঝানো হয় নাকি অন্য কোন কারণে হয়ে থাকে এবং এভাবে আতর লাগানোর মাধ্যমে তা'যিম প্রদর্শন করা যেতে পারে কিনা?

আতর লাগানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা

একবার জুলুসে মিলাদে জনৈক ব্যক্তি আমার গায়ে আতর ছুঁড়ে মারলো যা আমার চোখের ভেতর গিয়ে পড়লো, এরপর অবশিষ্ট জুলুসে আমার কী অবস্থা হয়েছিল তা প্রতিটি বিবেকবান মানুষ অনুধাবন করতে পারবেন। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন যে, সে আমার সম্মানার্থে এরূপ করেছিল নাকি অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে, আমি জানি না সে সাওয়াব নিয়ে ঘরে ফিরেছে কিনা। এ ধরনের মানুষ লোকদের বিরক্ত করে, তাদের দল প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র রওযা মুবারকের জালি মুবারকের কাছে উপস্থিত হাজীদের উপরও এরুপ স্প্রে করে থাকে, আমি নিজেও তাদের এমন করতে দেখেছি। তারা এটাও ভাবে না যে, হয়তো সেখানে কেউ মাথা নত করে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, বা সে কল্পনার কোন জগতে পৌঁছে গেছে আর এই দলের লোকেরা এসে তাকে স্প্রে করে দেয়। ফলে

www.dawateislami.net

সেই যিয়ারতকারী যদি কল্পনার জগতে হারিয়েও থাকে তাহলে তাকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয়, এবং এই লোকেরা মনে করবে যে সম্ভবত আমরা যিয়ারতকারীদের আতর ছুঁড়ে মেরে একটি বড় ধরনের তীর নিক্ষেপ করেছি।

আতর লাগানোর সময় অন্যদের কথাও বিবেচনা করুন

এটা আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা যে, কিছু কিছু সুগন্ধি কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত হয় না, হাজারো রকমের সুগন্ধি আছে, কিছু কিছু সুগন্ধি কিছু মানুষের অ্যালার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা গন্ধ পেলেই হাঁচি দিতে শুরু করে, যখনই সেই সুগন্ধি তাদের মাথায় পৌঁছায় তখন তাদের মাথা ব্যাথাও শুরু হয়ে যায় ফলে সেই অসহায় ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। সুগন্ধিদাতা মনে করে আমি তাদের সুগন্ধিময় করছি, কিন্তু যাকে লাগানো হয় সেই অসহায় ব্যক্তি কষ্টে পড়ে যায়। এ কারণেই আমাদের সমাজে মানুষের হাতে আতর লাগানোর প্রচলন রয়েছে, তবুও সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে সুগন্ধি লাগানোর পূর্বে জিজ্ঞেস করে লাগানো উচিত। এমনও কেমিক্যাল বিশিষ্ট সুগন্ধি রয়েছে যা হাতে লাগালে ত্বকের লোম উড়িয়ে দেবে। এছাড়া এটাও পরিলক্ষিত হয় যে, মসজিদের চাটাইয়ে আতরের বোতল ছিটিয়ে দেয়া হয় ফলশ্রুতিতে সেই চাটাইয়ে দাগ পড়ে যায় এবং সেগুলো নোংরা হয়ে যায়। এভাবে সাময়িকভাবে চাটাই সুগন্ধিময় হলেও পরবর্তীতে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ফলে মসজিদের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিসাধন হবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নাত, ২/১৯)**

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ সুগন্ধির জন্য গোলাপ জল ছিটানো কেমন?

উত্তরঃ কেউ কেউ সুগন্ধির জন্য গোলাপ জল ছিটিয়ে দেয়। আমি এ ব্যাপারে একমত নই কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবনকৃত যে, মাহফিলের মধ্যে গোলাপজল ছিটানো ব্যক্তি মাঝেমধ্যে গোলাপ জল মুখের মধ্যেও ছিটিয়ে দেয় যার কারণে মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বিরাজ করে। এমন কাজ করুন যাতে কোনো মুসলমানের কষ্ট না হয় এমনকি যদি এক হাজার (১০০০) লোক আপনার সুগন্ধ উপভোগ করে এবং শুধুমাত্র একজন বলে যে, আমার কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তাকে বলা যাবে না যে, আপনি এখান থেকে চলে যান কারণ সবার উপকার হচ্ছে কেবল আপনারই কষ্ট হচ্ছে। বরং যদি নয়শত নিরানব্বই (৯৯৯) জন মানুষের উপকার করতে গিয়ে একজন ব্যক্তির দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তবে সেই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং অবশিষ্ট সবাইকে এই ক্ষণিকের আরাম থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে। দেখুন, একজন মানুষ তো আর দিনরাত আতরের সাগরে হাবুডুবু খায় না যে, সে সুগন্ধি ব্যতীত থাকতেই পারবে না এবং মাহফিলে বিনামূল্যে যে সুগন্ধি আসছে সেটাকে আসতে দিতে হবে চাই তাতে অন্য মুসলমানের কষ্ট হোক। মনে রাখবেন! একজন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার শরয়ী বিধি-বিধান রয়েছে এবং যদি সত্যি সত্যিই কাউকে কষ্ট প্রদান করা হয়, তাহলে ব্যাপারটি পর্যায়ক্রমে কবিরা গুনাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়।

www.dawateislami.net

আতর লাগানোর ক্ষেত্রে নিজের মতো অন্যদের কথাও ভাবুন

একজন ব্যক্তি যখন নিজের গায়ে সুগন্ধি লাগায়, তখন প্রথমে সে তার হাতের উপর সামান্য লাগায়, তার কাপড়ের ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং যদি সাদা কাপড় থাকে, তাহলে এ ব্যাপারেও সচেতন থাকে যে তাতে যেন কোনক্রমেই সুগন্ধির দাগ না পড়ে, এমনকি দাগ এড়াতে রংহীন সুগন্ধিও ব্যবহার করে। সুগন্ধি ব্যবহারে যখন নিজের ক্ষেত্রে এতগুলো সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তখন জনসাধারণের ব্যাপারে কেন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না? অনুরূপভাবে আমি কাউকে নিজের গায়ে গোটা আতর লাগাতে দেখিনি, তাহলে অন্যের গায়ে কেন গোটা আতর ছিটাবেন? (মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নাত, ২/২২)

প্রশ্নঃ কেউ কেউ জুমার দিন ও ঈদুল আযহায় মসজিদে সুগন্ধি ছিটিয়ে দেয় এবং তারা যেদিক দিয়ে হেঁটে যায়, লোকেরা তাদেরকে টাকা দেয়, কেউ ১০ টাকা দেয়, আবার কেউ ২০ টাকা দেয়, কেউ ৫০ টাকাও দেয়। এর শরয়ী বিধি-বিধান কী?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে নতুন শুনেছি যে এরকমও হচ্ছে, যাইহোক আতর ছিটানো ব্যক্তি চাই টাকা নিক বা না নিক তার এভাবে জনসমাগমে সুগন্ধি ছিটানো সঠিক নয় কারণ হতে পারে কারো এলার্জির সমস্যা রয়েছে আর সে ব্যক্তি সুগন্ধি ছিটানোর কারণে কষ্টে পড়ে যায়, আর এভাবে আতর ছিটাতে গিয়ে কারো চোখে এক ফোঁটা আতর প্রবেশ করলে সে সমস্যায় পড়ে যাবে। আর রইলো অর্থ প্রদানের বিষয়টি, এক্ষেত্রে কেউ যদি তাকে চাওয়া ব্যতীত স্বেচ্ছায় টাকা

www.dawateislami.net

দেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই আর যদি সুনির্দিষ্ট থাকে যে সুগন্ধি ছিটানো ব্যক্তিকে টাকা দিতেই হবে অন্যথায় সে গালমন্দ করবে তাহলে এটি সঠিক নয়, এক্ষেত্রে সে গালমন্দ থেকে বাঁচার জন্য টাকা প্রদান করলো ফলে সেটি ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে যদিওবা অর্থ প্রদানকারী গুনাহগার হবে না কারণ সে অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ প্রদান করেছে কিন্তু অর্থ গ্রহণকারী অবশ্যই গুনাহগার হবে। সুগন্ধি ছিটানোর এই প্রচলনটি বন্ধ করতে হবে। মনে রাখবেন, যে কোন ইজতিমায়ে যিকর-নাত বা মজলিসে এ ধরনের সুগন্ধি ছিটানোর ফলে মানুষের কষ্ট হয়। সম্ভাব্য যে সুগন্ধি ছিটায় সে ব্যক্তি সেটাকে সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। অতঃপর বাতাসে ছিটানো ভিন্ন বিষয় আর মানুষের গায়ে ছিটানো ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বাতাসে ছিটানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন মানুষের গায়ে না পড়ে। যাইহোক উত্তম এটাই যে, এটি ব্যতীত অন্যান্য অসংখ্য করণীয় কাজ রয়েছে সেগুলো করা অযথা উল্লেখিত কাজে সময় ব্যয় না করা। করণীয় কাজ সমূহ করে নাও নতুবা অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪৩১)

প্রশ্নঃ অধিকাংশ Customer (গ্রাহকরা) জিজ্ঞাসা করে এই সুগন্ধি কতক্ষণ থাকবে? উত্তরে এটা বলা কেমন যে, ১০/১২ ঘন্টা থাকবে।

উত্তরঃ কেউ কেউ সুগন্ধির ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে যে, এই সুগন্ধি কাপড় ধোয়ার পরেও যাবে না। যাই হোক! যদি Confirm (নিশ্চিতভাবে) জানা থাকে যে, এই সুবাস এতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে

www.dawateislami.net

তাহলে বলুন। আমি এই ফিল্ডের সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত। আসলে সুগন্ধির Fix Timeing (নির্দিষ্ট সময়ের) নিশ্চয়তা দেয়া খুবই কঠিন, কারণ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপের কারণে গন্ধ দ্রুত বাষ্পীভূত হয়, পক্ষান্তরে শীতকালে যেহেতু সূর্যের তাপ কম হয় তাই সুগন্ধি ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়। চুলায় সুগন্ধি রাখলেই বুঝবেন এর নাম কী। কারণ পোড়ার কারণে সুবাস বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সাধারণত সুগন্ধি বাষ্পীভূত হয়ে যায়, কারণ এতে Lasting স্থিরতা স্বল্প পরিমাণে থাকে। অবশ্য কিছু সুগন্ধি এমনও রয়েছে যার মধ্যে Lasting অধিক পরিমাণে থাকে, তার মধ্যে একটি হলো চন্দন। কিছু সুগন্ধির মধ্যে চন্দন মিশ্রিত করা হয়, যাতে সেগুলোর Lasting বৃদ্ধি পায়, যেমন গোলাপের মধ্যে Lasting খুবই কমই থাকে তাই এটি খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়, তাই চন্দন যুক্ত করে কিছুক্ষণ রাখা হয় যাতে উভয়ই একে অপরকে শুষে নেয় ফলে তার Lasting বৃদ্ধি পায়। কিছু সুগন্ধি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, অদ্রুপ কিছু সুগন্ধি মিশিয়ে দ্রবণ ও Compound (যৌগ) তৈরি করে কিছু দিন রাখা হয়, তারপর সেগুলো প্রস্তুত ও ব্যবহার উপযোগী হয়। বর্তমানে প্রায় সব সুগন্ধিই কেমিক্যাল দ্বারা তৈরি হয়, খাঁটি সুগন্ধি এখন বিরল, কেউ যদি বলেও যে, এটা খাঁটি সুগন্ধি, তবে তা অবিশ্বাস্য একটি বিষয়। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। কিছু সুগন্ধি বিক্রেতা সুগন্ধির গায়ে লিখে দেয় এটি Super Quality (উন্নতমানের) অথচ সেই সুগন্ধির কোনো মূল্যই থাকে না এটি মূলত অল্প টাকার সুগন্ধি। এই মানুষগুলো শুধু অযথাই চেঁচামেচি করে। সবাই সুপার কোয়ালিটির মর্মও বুঝে না। জানি না কেন এই

www.dawateislami.net

মানুষগুলো এভাবে লিখে! এভাবে তারা তাদের পরকালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং এই লেখাটিকে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে রাখছে। যারা Super Quality (উন্নতমানের) লিখে থাকেন তারা নিজের Super লিখার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত যে, সেগুলো যদি খারাপ হয় তবে সুপার লিখাটা মিথ্যা হবে, কারণ তারা Super লিখেছে লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য। আর কেউ কেউ তাদের সুগন্ধির বিভিন্ন নাম দিয়ে দেয়, এরূপ করা অনুচিত। সেটা যেরকম সুগন্ধিই হোক চাই সেটা মাটির হোক বা সোনার হোক আপনি বলে দিন। যদি গ্রাহক জিজ্ঞেস করে কতক্ষণ থাকবে? তাহলে আপনি যদি Confirm (নিশ্চিতভাবে) জানেন বা অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে বলে দিন যে, এটি আনুমানিক এতক্ষণ যাবত সুবাস ছড়াবে। কখনও কখনও কোম্পানি পরিবর্তনের ফলে সুগন্ধির গুণমানেরও পরিবর্তন ঘটে। এমনও হয় যে, একবার Compound (যৌগ) তৈরি করার পরে পূণরায় Compound (যৌগ) তৈরি করার সময় একই সূত্রে কিছুটা পার্থক্য আসবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নাত, ৪/৩৩৩)

প্রশ্নঃ অনেকে বলেন রোজা অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো যাবে না, এ ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা দিন।

উত্তরঃ অধিকাংশ মানুষই একথা বলেন না, বরং কেউ কেউ বলেন! যাইহোক রোজা অবস্থায় সুগন্ধি লাগানোতে কোন সমস্যা নেই।

(ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১/৩৯৮) (মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নত, ৪/৩৮৪)

প্রশ্নঃ আতর বিক্রেতারা আতরের মান চেক করানোর জন্য ক্রেতাদের হাতে বোতল থেকে সামান্য পরিমাণ আতর লাগান। এভাবে কিছু

www.dawateislami.net

আতর কমে যায়। তাহলে এভাবে কিছু কম ওজন বিশিষ্ট বোতলকে পরিপূর্ণ ওজন সম্পন্ন বলে বিক্রি করা কি ঠিক?

উত্তরঃ আমাদের সমাজে এরূপ কার্যাদির প্রচলন রয়েছে, সুগন্ধি বিক্রেতারা ওজনের কথা উল্লেখ করে না বরং এমনভাবে বিক্রি করে যে, এই বোতলের দাম এত টাকা, কিন্তু ওজন উল্লেখ করেও আতর বিক্রি করে। যেমন প্রমে তোলা হিসেবে আতর বিক্রি হতো যে, অর্ধেক তোলা এত টাকা, কিন্তু বর্তমানে তা গ্রাম হিসাবে বিক্রি হয়, যেমন পাঁচ গ্রামের বোতলের মূল্য এত টাকা অথচ তা থেকে এক গ্রাম কমে গেছে। তদ্রুপ বোতলের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়, কিছু বোতলের তলা মোটা থাকে, যার কারণে এগুলোর মধ্যে আতর কমে যায়, তাই ওজন উল্লেখ করার পরিবর্তে এই বোতল এত টাকা বলে আতর বিক্রি করাই নিরাপদ। (মলফুযাতে আমীরে আহলে-সুন্নাত, ২/৪২৭)

আত্তার নামকরণের রহস্য কী?

প্রশ্নঃ আপনাকে আত্তার কেন বলা হয় এবং কিভাবে আপনি আতরের কাজ শুরু করেন?[১]

উত্তরঃ এর একটি কারণ হলো আমি প্রথমে আতর বিক্রি করতাম এবং ভাবতাম যে, যে ব্যক্তি আতর বিক্রি করে তাকে আত্তার বলা হয়, তাই আমি আমার তাখাল্লুস তথা ছদ্মনাম আত্তার রেখেছি। এটা সেই যুগের কথা যখন দাওয়াতে ইসলামীর অস্তিত্বও ছিল না, পরে জানতে পারলাম যে, দেশীয় ওষুধ বিক্রেতা মুদি দোকানিকে আত্তার

১. এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে। অবশ্য উত্তর প্রদান করেছেন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

www.dawateislami.net

বলা হয় তাছাড়া আমি তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের প্রণেতা "শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার" 'র নাম পড়েছিলাম এবং সেটি আমার ভালো লাগে, তাই আল্লাহ পাকের একজন অলির সাথে সম্পর্ক রেখে বা আউলিয়ায়ে কেরামের স্মরণে আমি আমার এই ছদ্মনাম রেখে দিলাম। আর এখন আমি জানতে পেরেছি যে, আরব বিশ্বে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে যাদের (Surname) তথা উপাধি হলো আত্তার। (দিলো কি রাহাত ২৬ শা'বানুল মুয়াজ্জম ১৪৪১ হিজরি অনুযায়ী ১৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ। আমীরে আহলে সুন্নাত কি কাহানী উনহি কি যবানি, পর্ব ১৭)

আতরের ব্যবসা

আতর ব্যবসার কার্যক্রমটি এভাবে শুরু হলো যে, আমি যখন নূর মসজিদে ইমামতি করতাম, তখন আমি সরকারে গাউসে আযমের দরবারে সালামের এই এগারোটি পংক্তি পাঠ করলাম,

সুলতানে আউলিয়া কো হামারা সালাম হো
জিলা কে পেশওয়া কো হামারা সালাম হো

তারপর কোনভাবে ৩০ টাকা সঞ্চয় করে ফ্রেমে লাগানোর মত ১০০০টি সুন্দর লিফলেট ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করলাম এবং তাতে নূর মসজিদের ঠিকানাও লিখে দিলাম যাতে সেখান থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারে। একদিন দূরবর্তী এলাকা থেকে একজন ক্লিনশেভ যুবক কাগজে লেখা ঠিকানা পড়ে আমার কাছে এসে সেই কাগজটি চাইল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি শুরু থেকেই মিশুক ছিলাম এবং আগত লোকদের সাথে প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাৎ করতাম, সুতরাং আমি তাকে আমার ঘরে বসালাম। আমার কক্ষটি ছিল চৌকির সমপরিমাণ একটি ছোট ঘর যা

www.dawateislami.net

মসজিদের পক্ষ থেকে আমাকে দিয়েছিল, সেই সময় এই কক্ষটিই ছিল আমার সবকিছু, এতে আমার কিতাবাদি রাখতাম এবং সেখানে আমি আমার কাপড় চোপড় ধুয়ে রশি বেঁধে শুকাতাম। সেই যুবকের সাথে আমার আলাপ হলে সে জানায়, তার একটি পাইকারি আতরের দোকান আছে বলে সে আনন্দচিত্তে আমাকে একটি বড় আতরের বোতল উপহার দেয় যেটা সে তার সাথে নিয়ে এসেছিল। আতরের দোকানের কথা শুনে আমার মুখে পানি এসে যায় যে, ইনি তো আতর বিক্রেতা আর এমনিতেই আমার আতর লাগানোর খুবই শখ। আমি যখন তাকে বললাম যে, আমি আতরের শৌখিন তখন সে আমাকে তার দোকানের ঠিকানা দিল। এই যুবকটি ছিল মেমন সম্প্রদায়ের এবং গাউসে পাকের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালবাসা। আমি যখন তার দোকানে পৌঁছে তার কাছ থেকে আতর কিনলাম, তখন জানতে পারলাম যে, পাইকারি আতর খুবই সস্তা কারণ আমি একটি ছোট বোতল দুই টাকায় পেতাম কিন্তু সে আমাকে সেই টাকায় একটি বড় বোতল দিয়ে দিল। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে পাইকারি আতর কিনে খালি বোতলে বিক্রি করা শুরু করি। তখনকার দিনে 'মাজমুআথ আতরটি আমার খুব পছন্দের ছিল। এরপর মুক্তা, গোলাপ, চাম্বিলিসহ বিভিন্ন রকমের আতর কিনে ব্যাগে ভরে হেঁটে হেঁটে বিক্রি করা শুরু করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার এখনও আতর সম্পর্কে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

(আমীর আহলে সুন্নাত কি কাহানী উনহি কি যবানি পর্বঃ ১৭. মাদানী মুযাকারা, সংখ্যাঃ ১৭১)

আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তরের ধারা এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

www.dawateislami.net

সুগন্ধির কতিপয় সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধির সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে একটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী লক্ষ করুন: চারটি জিনিস নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, শালীনতা এবং সুগন্ধি। (মিশকাতুল-মাসাবিহ, ১/৮৮, হাদীস: ৩৮২) ✸ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনও সুগন্ধির উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না। (সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা) ✸ জুমার নামাযের জন্য সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪, অধ্যায় ৪) ✸ যেহেতু নামাজের মধ্যে মুনাজাত করতে হয় এজন্য নিজেকে সুগন্ধি লাগানো, সজ্জিত করা মুস্তাহাব। (নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা) ✸ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং অন্যান্য লোকদেরও তার প্রতি উৎসাহিত করতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✸ অপ্রীতিকর গন্ধ অর্থাৎ দুর্গন্ধ, তিনি পছন্দ করতেন না। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✸ পুরুষদেরকে তাদের পোশাকে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত যার সুবাস ছড়ায় কিন্তু রং প্রকাশ পায় না। (সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা) ✸ নারীদের ক্ষেত্রে সুগন্ধি ব্যবহার করা তখনই নিষিদ্ধ যখন তার সুবাস পর পুরুষের নিকট পৌঁছায় আর যদি ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে সুগন্ধি লাগায় যার সুবাস কেবলমাত্র স্বামী সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতা পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে কোন সমস্যা নেই। (সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা) ✸ ইসলামী বোনদের এমন সুগন্ধি লাগানো উচিত নয় যে সুগন্ধটি পর পুরুষের নিকট ছড়িয়ে পড়ে (সুন্নাত ও আদব, ৮৬ পৃষ্ঠা)। ✸ নবী কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, যখন কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে এরকম এরকম অর্থাৎ ব্যভিচারিনি। (তিরমিযী,

www.dawateislami.net

৩৬১/৪, হাদীস: ২৭৯৫) ✸ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র অভ্যাস ছিল তিনি মুশক' মাথা মুবারকের পবিত্র চুলে ও দাড়ি মুবারকে লাগাতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✸ এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

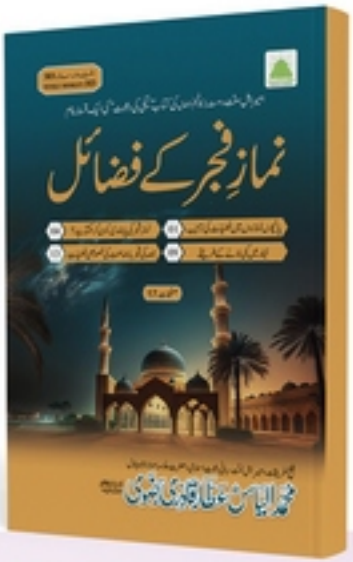

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net